গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ৩ - ৯ জুন, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পুরসভাগুলির নির্বাচনে সিপিএমের

এই বিপুল জয় কি জনগণের ভোটে ?

২২ মে পৌর নির্বাচনের দিন বিকালে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, রাজ্যে মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা বেড়েছে। সাংবাদিকরা অনিল বিশ্বাসকে প্রশ্ন করেন, ''খড়দহ, নিউ ব্যারাকপুর, কামারহাটি, উত্তর দমদম, বরানগর সহ উত্তর ২৪ পরগণার বহু জায়গায় বিরোধীদের কোন বুথ অফিস দেখা যায়নি। এটা কেন? বিশ্বাস উত্তরে বলেন, কেন করেনি তা কী করে বলবো? তবে আমাদের কাছে যদি ওরা আগে আবেদন করতেন তবে আমরাই বুথ অফিস তৈরি করে দিতাম'' (গণশক্তি ২৩-৫-০৫)। সরকারি ক্ষমতার মসনদে থেকে অনিলবাবুরা ভুলে গিয়েছেন যে, একসময় এই রাজ্যেই স্বৈরাচারী কংগ্রেস শাসকরা এরকম দম্ভের সাথেই বিরোধী দলগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাত। অনিলবাবুর কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি বিরোধী দলগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি, তবে তিনি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এরপর থেকে ভোটে বিরোধীরা প্রচার করতে গেলে সি পি এম-এর কাছে আগাম অনুমতি নিতে হবে, বিশেষ করে সন্ত্রাস কবলিত এলাকায়। কারণ এটা আজ স্পষ্ট যে, সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ২৮ বছরের জনবিরোধী শাসন ও পাড়ায় পাড়ায় সিপিএম-সমাজবিরোধী চক্রের দাপটে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের আজ ক্ষোভ-বিক্ষোভ অত্যন্ত প্রবল, সিপিএম সম্পর্কে ব্যাপক মানুষের মধ্যে কণামাত্র শ্রদ্ধা সমর্থন নেই। ফলে স্বাভাবিক নির্বাচন হলে, এমনকী আগে যে পদ্ধতিতে ভোটে কারচুপি হতো তা করেও তাদের পক্ষে নির্বাচনে জেতা কঠিন। তাই চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বা সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করে কার্যত বিরোধীশূন্য করে দেওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনও উপায় নেই। ক্রমশ সেই পথেই তারা এগোচ্ছে।

২০০০ সালের পৌর নির্বাচনের থেকে বামফ্রন্ট এবার ১৯টি পৌরসভায় নতুনভাবে জয়ী হয়েছে। অনিল বিশ্বাস বলেছেন, ''এই ফলাফলে আবার প্রমাণ হল শহরাঞ্চলের গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত অংশের মানুষ আরও বেশি করে বামফ্রন্টের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, (গণশক্তি ২৬-৫-০৫)। অনিলবাবুর এই দাবি, এমনকী তার দলের কর্মী-সমর্থকরাও কি বিশ্বাস করেন? প্রবল জনসমর্থনই যদি এই বিপুল জয়ের পিছনে থাকে, তবে জনগণের মধ্যে কোথাও সেই বিপুল আনন্দ উচ্ছ্বাস নেই কেন ? এমনকী যেসব সিপিএম প্রার্থী হাজার হাজার ভোটের অবিশ্বাস্য ব্যবধানে জিতলেন, তাদের 'বিজয়' মিছিলে 'ছাপ্পা' বাহিনীর ১৫/২০ জন ছাড়া অন্যদের দেখা গেল না কেন? বস্তুত, এখন এমনকী পৌর নির্বাচনেও অধিকাংশ জেলায় সিপিএম ফ্রন্ট যে বিশাল ব্যবধানে ভোটে জিতছে, সেটা অতীতে ১৯৬৭ ও '৬৯ সালে জনপ্রিয়তার বিপুল জোয়ারে যখন যুক্তফ্রন্ট জিতেছিল তখনও দেখা যায়নি। সেদিনের যুক্তফ্রন্ট থেকে আজকের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার কি বেশি জনপ্রিয় ? ওয়াকিবহাল কোন মানুষ তা বিশ্বাস করেন কি?

উত্তর দমদম পুরসভার ১৫নং ওয়ার্ডে

চারের পাতায় দেখুন

বিহারে এম এল এ কেনাবেচা এবং বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার নিন্দা করল এস ইউ সি আই

বিহারে যেকোন উপায়ে সরকারি ক্ষমতা কব্জা করার জন্য বিজেপি ও তার মিত্ররা যেভাবে বিধায়ক কেনাবেচায় মত্ত হয়েছে, গত ২৩ মে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেছেন। একইসঙ্গে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার, সি পি এম-সি পি আই-এর সমর্থন নিয়ে যেভাবে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে অত্যন্ত নগ্নভাবে তড়িঘড়ি বিহার বিধানসভা ভেঙে দিল, তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন কমরেড মুখার্জী।

তিনি বলেন, এইসব বুর্জোয়া দলগুলো গণতন্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতেই, শুধুমাত্র ক্ষমতার লালসা চরিতার্থ করার জন্য ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকেও কতদূর লঙ্ঘন করে যেতে পারে, বিহারের ঘটনা তা আবার স্পষ্ট করে দিল। এইসব জনবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে অবিলম্বে সোচ্চার হয়ে এদের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য কমরেড মুখার্জী জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ব্রাসেলস-এ চতুর্দশ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সেমিনারে এস ইউ সি আই

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের যুক্তমঞ্চ গড়ে তোলার আহ্বান

ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেলজিয়ামের উদ্যোগে ষোড়শ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সেমিনার গত ২ থেকে ৪ মে ব্রাসেলস্ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সেমিনারে অংশ নেন দলের কেন্দ্রীয় স্টাফ, আন্তর্জাতিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কমরেড মানিক মুখার্জী। বিভিন্ন দেশের ৫০টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। ১৪টি গোষ্ঠী পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগ দেয়। ভিসা না পাওয়ায় ও অন্যান্য সমস্যার জন্য যে ৫৬টি সংগঠন সেমিনারে যোগ দিতে পারেনি, তারা বার্তা পাঠিয়ে সেমিনারের প্রতি সংহতি জানায়। অনেকে লিখিত বক্তব্যও পাঠায়।

২ মে বেলজিয়ামের ওয়ার্কার্স পার্টির আহ্বানে মে দিবস উপলক্ষ্যে একটি সমাবেশে সকল পার্টির প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সেমিনারের প্রথম দিন ২ মে'র আলোচনায়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুমকি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিউবার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সমর্থনে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এদিন সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও কমিউনিস্টদের করণীয় কাজ।' এই বিষয়ে আমাদের দলের লিখিত মূল বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে কমরেড মানিক মুখার্জী বক্তব্য রাখেন।

সেমিনার থেকে একটি যৌথ বিবৃতিতে দুনিয়াব্যাপী শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, বছরে দু'বার ওয়েবসাইটে মতবাদিক বিতর্কমূলক আলোচনা প্রকাশ করা হবে এবং কিছু গবেষণামূলক কাজ করা হবে।

কমরেড মানিক মুখার্জীর বক্তব্য

চতুর্দশ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সেমিনারের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করে এবার সেমিনারে 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির যৌথ কাজকর্মের অভিজ্ঞতা ও তাদের করণীয় কর্তব্য' এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে স্থির করার জন্য বেলজিয়ামের ওয়ার্কার্স পার্টি (পিটিবি)কে কমরেড মানিক মুখার্জী অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাস্তবিকপক্ষে আমাদের পার্টি এস ইউ সি আই, দীর্ঘকাল আগেই এই ইস্যুটির গভীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে এবং অন্যান্যদের বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, আজ বিশ্বের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সামনে তো বটেই, এমনকী গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের সামনেও এটাই মূল ইস্যু। এটা আমাদের একটা নিছক জোরালো দাবি বা মত ছিল না, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে এটা ছিল আমাদের গভীর উপলব্ধি।

আমরা সকলেই জানি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ এক ঘোরতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। একদিকে, বিশ্ব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা তৃতীয় তীব্র সর্বাত্মক সঙ্কটের পর্যায়ে প্রবেশ করে, অনতিক্রম্য মন্দার

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিলিগুড়িতে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে সারা বাংলা ধিক্কার দিবসে ২৬ মে কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্রদের ধিক্কার মিছিল। (সংবাদ আটের পাতায়)

কোচবিহার

শিক্ষারম্ভে দাবিতে ডি এস ও'র আন্দোলন

পঞ্চম ও নবমশ্রেণীতে ভর্তি সমস্যার সমাধান ও ভর্তির সময় বাড়তি ফি ও অবৈধ ডোনেশন নেওয়ার প্রতিবাদে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্কুলে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে। জেলার পুণ্ডিবাড়ি ব্লকের দীনেশ্বরী হাইস্কুলে ১৩২ টাকা ফি নেওয়ার প্রতিবাদে ১০ মে ডি এস ও'র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দিলেও কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে। দারিদ্র্য কবলিত এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা অতঃপর ১১ মে ঐ এলাকায় ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। আন্দোলনের চাপে স্কুল কর্তৃপক্ষ ম্যানেজিং কমিটির জরুরি মিটিং ডাকেন এবং ৭৫ টাকাতেই ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ডি এস ও কর্মী কমরেড স্বপন বর্মন। আন্দোলনের এই জয়ে ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে।

জেলার দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারীতে ডি এস ও'র প্রভাব যথেষ্ট। এই এলাকায় বহু আন্দোলন পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে ডিএসও ছাত্রছাত্রীদের ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে। গোসানিমারী হাইস্কুলে ভর্তির ফর্মের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ডি এস ও'র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ ফর্মের দাম কমাতে সম্মত হন। কিন্তু এলাকার এ বি টি এ, সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব ফর্মের দাম না কমাতে কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেয়। এতে ছাত্র ও অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানান। ১২ মে ছাত্র ও অভিভাবকরা মিছিল করে স্কুলে গেলে উক্ত দলগুলির স্বার্থান্বেষী মহল আন্দোলনকারীদের উপর চড়াও হয়। এই আক্রমণে চার জন আহত হয়। ঐদিন বিকালে ছাত্র ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে গোসানিমারী বাজারে পথসভা করে সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের জনবিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য জনগণকে আহ্বান জানানো হয়।

জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মাথাভাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়, পঁচাগড় গার্লস হাইস্কুলে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে ৩১৫ টাকা ফি-তে পঞ্চম ও নবম শ্রেণীতে ভর্তি নেওয়া হচ্ছিল। ডিএসও'র আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ ২১০ টাকা বাড়তি ফি তুলে নেন। এই আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ মাধব বর্মন, লক্ষ্মণ রায়, কাজল রায়, বিকাশ বর্মন প্রমুখ।

মেখলিগঞ্জ মহকুমাতেও বিভিন্ন স্কুলে ডিএসও ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। ডাঙ্গারহাটের নবীনচন্দ্র হাইস্কুল, মেখলিগঞ্জ হাইস্কুল, ইন্দিরাদেবী বালিকা বিদ্যালয়, উপেন চৌকি বিদ্যালয়ে একই সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

ছাত্র আন্দোলনকে আরও সংহত করতে আগামী ১৮-১৯ জুন ডি এস ও দিনহাটা শহরে জেলা ছাত্র সম্মেলনের ডাক দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ

রানিনগর স্কুলে আন্দোলনের জয়

রানিনগর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, ম্যানেজিং কমিটি গঠন, সুষ্ঠু পঠনপাঠনের দাবিতে এবং দুর্নীতি, দলবাজী ও অবৈধ নিয়োগের প্রতিবাদে শিক্ষার অধিকার রক্ষা কমিটি দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এই কমিটি ডিআই, ডিএম এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও পেশ করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৪ মে ডি আই এবং প্রশাসক ঐ স্কুলে তদন্ত করতে যান এবং শিক্ষা বাঁচাও কমিটি ও শিক্ষার অধিকার রক্ষা কমিটিকেও ঐদিন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। এই দু'টি কমিটির ১০ জন প্রতিনিধি স্কুলে ঢুকতে গেলে সিপিএমের ঠ্যাঙাড়েবাহিনী তাঁদের বাধা দেয় ও গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। পরে প্রতিনিধিরা ডিআই-এর কাছে যেতেই ঐ ঠ্যাঙাড়েবাহিনী হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে 'কৃষকসভা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটায়। টিচার ইনচার্জ মাসিদুল হক এক্ষেত্রে ছিলেন নির্বিকার। ডি আই এবং প্রশাসক প্রতিনিধিদলকে বলে যে কুর্কীতি ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতেই টিচার ইনচার্জ এভাবে বিঘ্ন ঘটাবার মতলব এঁটেছেন। তিনি স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং তাঁর অফিসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে জানান। এরপর এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় বাজারে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির সদস্য মজিবর রহমান এবং যুগ্মসম্পাদক এস্রাফিল হোসেন ও আলি আকবর।

পরে কমিটির নেতা রৌশন হেলাল জানান, আন্দোলনের ফলে পঞ্চম ও ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীদের সপ্তাহে তিনদিন ক্লাসের বদলে প্রতিদিন ক্লাস চালু হয়েছে। ভর্তি ফি ১০৯ টাকার পরিবর্তে এবার দিতে হচ্ছে ৭২ টাকা। তবে সমস্ত দাবি আদায় এবং দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দূর না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে তিনি জানান।

মালদা

ছাত্র প্রতি ১০ হাজার টাকা ডোনেশন — ডিএসও'র প্রতিরোধ

বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে সরকারি তথ্য বলছে ৮৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার আগেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে সেখানে মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির শুধু স্কুল বাড়ি তৈরির জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে ন্যূনতম দশ হাজার টাকা দাবি করে। স্কুলের সম্পাদক এবং প্রধান শিক্ষক গত ২ মে একটি ছাপানো চিঠি প্রত্যেক অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে এই টাকা দাবি করেন। এতে ছাত্র-অভিভাবক, এমনকী শিক্ষক মহলেও অসন্তোষ দেখা দেয় এবং জেলার অন্যান্য স্কুলগুলি এর অনুসরণ করতে চাইলে সমগ্র জেলায় এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই অসন্তোষ লক্ষ্য করে স্কুল সম্পাদক গত ৬ মে নোটিশে জানান, ডোনেশনের ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের বক্তব্য, স্কুল থেকে বলা হয়েছে দশ হাজার টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা থাকলে অভিভাবকদের আয়ের শংসাপত্র দেখাতে হবে। তা দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবে কাকে কত টাকা ছাড় দেওয়া হবে। এই বক্তব্য যে বাধ্যতামূলক ডোনেশনের ইঙ্গিতবাহী তা অভিভাবকদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

এমতাবস্থায় এ আই ডি এস ও গত ১৯ মে ছাত্র ও অভিভাবকদের সমর্থনে ও সহযোগিতায় স্কুলগেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং মিশনের সম্পাদক মহাশয়ের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে বাধ্যতামূলক ডোনেশন আদায় বন্ধ করার দাবি জানায়। মিশনের সম্পাদক লিখিতভাবে জানান — বাড়ি তৈরির জন্য ডোনেশন বাধ্যতামূলক নয় এবং কোনরকম আয় সংক্রান্ত শংসাপত্র এমনকী স্কুলকে দরখাস্ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

জলপাইগুড়ি

মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের সুখানী অঞ্চলে মাহানপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পর পর তিনবার নির্বাচিত সদস্য কমরেড মহম্মদ নাসিরুদ্দিন সহ ২৮ জন নিরপরাধ এস ইউ সি আই কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং কমরেড আদম মহম্মদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গত ১৫ মে রাজগঞ্জ থানার সামনে মহিলাদের অবস্থান সংগঠিত হয়। শত শত মায়েরা তাদের কোলের শিশুদের নিয়ে অবস্থানে সামিল হন ও মিথ্যা মামলার জন্য দায়ী স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব ও পুলিশকে ধিক্কার জানান।

গত ২৪ এপ্রিল রাত আনুমানিক ৮টায় এস ইউ সি আই পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ নাসিরুদ্দিন যখন মাহানপাড়া গ্রামে বোনের বিয়ের ব্যাপারে প্যাণ্ডেলের বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছিলেন তখন ঐ গ্রামের সিপিএম কর্মী জরিফুদ্দিন সহ বেশ কয়েকজন তাঁকে আটক করে ও হাটে জরিফুদ্দিনকে শোবার ঘরে আগুন দেবার মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। শাসকদলের বশংবদ পুলিশ ঐ অভিযোগের ভিত্তিতে আদম মহম্মদ নামে এক নিরপরাধ এস ইউ সি আই কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ও সারা রাত মাহানপাড়া গ্রামে তল্লাসির নামে অত্যাচার চালায়। পুলিশ গ্রামের বেশ কিছু বাড়িতে লাথি মেরে দরজা ভেঙে দেয় ও মহিলাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে।

পুলিশের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে দলের পক্ষ থেকে রাজগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। প্রায় হাজার খানেক মহিলা মিছিল করে এই বিক্ষোভ সমাবেশে আসেন ও থানায় স্মারকলিপি দেন। কিন্তু বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও পুলিশ মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার না করায় এস ইউ সি আই রাজগঞ্জ লোকাল কমিটি মা-বোনেদের গণঅবস্থানের ডাক দেয়। ঘরছাড়া পুরুষদের ঘরে ফেরানোর উদ্দেশ্যে শত শত মা-বোন এই

অপমান করেছে বলে বচসা শুরু করে। বচসা চলতে চলতে তাকে বল্লম দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ায় দলে দলে গ্রামবাসীরা ঐ দিকে ছুটে আসে। বেগতিক দেখে জরিফুদ্দিন নিজের একটি পরিত্যক্ত খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘরে আগুন লাগানোর বদ মতলব বুঝতে পেরে মহম্মদ নাসিরুদ্দিন গ্রামের লোকজন নিয়ে সেখান থেকে সরে আসেন ও তৎক্ষণাৎ রাজগঞ্জ থানায় সমস্ত ঘটনা জানিয়ে জরিফুদ্দিন সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

কিন্তু পরের দিন অর্থাৎ ২৫ এপ্রিল সকাল ১১টায় স্থানীয় সিপিএম নেতারা জরিফুদ্দিনকে দিয়ে মহম্মদ নাসিরুদ্দিন সহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে গণঅবস্থানে সামিল হন। অবস্থান সমাবেশে রাজগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক, শিক্ষক অরুণ বর্মন বলেন, ইতিপূর্বেও এই সিপিএম নেতৃত্ব বাগান মালিক শঙ্কর দাসের সহায়তায় মহম্মদ নাসিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে মিথ্যা মামলা করেছে। এবার ঘর পোড়ানোর মিথ্যা মামলা দিল। এস ইউ সি আই ও কমরেড নাসিরুদ্দিনের জনপ্রিয়তা হানি করার জন্য সিপিএমের এই পরিকল্পিত ও মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ধিক্কার জানান। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত অবস্থান চলে। অবস্থান সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস জসিমুদ্দিন আহমেদ, দেবেন দাস, দেবাশিস সাহা প্রমুখ।

ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্বরূপনগরে এম এস এস-এর বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট থানার ঘোজাডাঙ্গায় বি এস এফের হাতে এক মহিলার খুন হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার রেশ না কাটতেই গত ১৬ মে ঘটনাস্থলের অদূরেই গার্বডা বি এস এফ ক্যাম্পের পিছনে স্বরূপনগরের কৈজুরি অঞ্চলে ঘটে গেল আরও একটি জঘন্য ঘটনা। ঐ গার্বডা বি এস এফ ক্যাম্পের পাচক ও অপর এক যুবকের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে প্রতিবেশী ১৩ বছরের এক নাবালিকা। ঐদিন অপরাধীরা রাস্তা থেকে মেয়েটিকে মুখ চেপে জঙ্গলে তুলে নিয়ে যায়। পরদিন ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বিএসএফ ক্যাম্পের মধ্যেই ঐ পাচককে আটকে দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। অপর আসামী পালিয়ে যায়। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ঘটনাটি জানার সাথে সাথেই অসহায় মেয়েটি ও তার মা-বাবার সাথে দেখা করা হয় এবং পলাতক আসামীর গ্রেপ্তার, দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং অবিলম্বে মেয়েটির ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য স্বরূপনগর থানায় দাবি জানানো হয়। ১৮ মে মেয়েটিকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দিতে পাঠানো হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতে। ঐদিনও একই দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রতিবাদ ব্যাপক গণবিক্ষোভের রূপ নেয়। আদালত চত্বরে সমবেত মানুষ ধিক্কারে ফেটে পড়ে। কার্যত ঐদিন দুপুরে আদালত অচল হয়ে পড়ে। এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে এস ডি পি ও'র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি ৭ দিনের মধ্যে পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

খেটে-খাওয়া গরিব-মধ্যবিত্তের পুর-স্বার্থ রক্ষার রাজনীতির ভিত্তিতেই

কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই লড়ছে

কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ উপলক্ষে গত ২৩ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, আগামী ১৯ জুন কলকাতা পুরসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস ও সি পি এম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট— এই তিনটি দল বা জোটের মধ্যে যে চাপান-উতোর শুরু হয়েছে, তার সাথে জনস্বার্থ রক্ষার কোনও সম্পর্কই নেই।

ভোটের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে 'পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন মঞ্চ' তৈরি হয়েছে নিছক গদির স্বার্থেই। ইতিপূর্বে কংগ্রেস ভেঙেই তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল, এখন তৃণমূল কংগ্রেসের দলছুট এই গোষ্ঠীটি আবার কংগ্রেসের সাথেই জোট বেঁধেছে, যা বুঝিয়ে দেয় যে, এরা রাজনৈতিক চরিত্রে একই। কংগ্রেস বরাবরই ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দল, যারা অতীতের মতোই, বর্তমানেও সি পি এমের সমর্থনে কেন্দ্রের সরকারে থেকে, গত ১০০ দিনের শাসনেই পূর্বতন বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকারের অনুরূপ গরিব-মধ্যবিত্তবিরোধী নীতি, দেশি-বিদেশি পুঁজির সেবাদাস চরিত্র আবার উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে।

কংগ্রেস ভেঙে বেরিয়ে আসা তৃণমূল কংগ্রেস জন্মের পর থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে, এটিও একটি নীতিহীন চেয়ারলোভী দল, যারা শুধু চেয়ারের জন্য কখনও সাম্প্রদায়িক বিজেপি, কখনও আবার কংগ্রেসের সাথে আঁতাত করতেও দ্বিধা করে না। বিধানসভায় ৬০টিরও বেশি এম এল এ, গত নির্বাচনের আগে পর্যন্ত বেশ কয়েকজন এম পি, কলকাতা সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুরসভার ক্ষমতা হাতে নিয়ে নিজেদের প্রধান সি পি এম বিরোধী দল বলে দাবি করলেও, ভোটের সময় ছাড়া এই দলটিকে জনস্বার্থের কোনও ইস্যু নিয়ে জনগণ রাস্তায় দেখতে পায় না। শিক্ষা-চিকিৎসা-বিদ্যুৎ-শিল্প-কৃষি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের উপর একটির পর একটি আক্রমণ হেনেছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কাগজে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কোনও আন্দোলনেই তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখা যায়নি।

একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই ধরা পড়বে যে, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার গরিব-মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী, ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী যে আর্থিক নীতি নিয়ে চলছে, সেটাও কেন্দ্রের পূর্বতন বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকারেরই নীতি ; ফলে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার নৈতিক শক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের থাকতে পারেনা এবং তা নেইও। ফলে সি পি এমের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের তর্জন-গর্জন নিছক ভোটসর্বস্ব, যা কখনই সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের অপশাসন ও আক্রমণ থেকে জনগণকে বাঁচার পথ দেখায়না।

অন্যদিকে সি পি এম ঘোষণা করেছে, এবার তারা কলকাতা পুরসভার দখল নেবে। এই 'দখল' নেওয়া বলতে তারা কী বোঝায়, তা গত ২৮ বছরের রাজ্যশাসনে স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং কী উপায়ে এই 'দখল' তারা নেয়, সেটাও রাজ্যের সদ্য অনুষ্ঠিত পুরসভা নির্বাচনগুলিতে বেপরোয়া ছাপ্পা ভোটের দ্বারা তারা আবারও বুঝিয়ে দিয়েছে। এবং ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করার কাজ সি পি এম শুরু করে দিয়েছে, যাতে নির্বাচনে অবাধে কারচুপি করা যায়। মালিকশ্রেণীর টাকায় ও পুলিশ-প্রশাসন-সমাজবিরোধী চক্রের প্রত্যক্ষ সাহায্যে এভাবেই সি পি এম প্রতিটি নির্বাচনে রিগিং করে যাচ্ছে। অবশ্য সুযোগ পেলে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলও যে সন্ত্রাস-রিগিংয়ে কম যায়না, তার প্রমাণও রাজ্যের জনগণ বহুবার পেয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গণকমিটি গঠন করে, তার দ্বারাই একমাত্র এই রিগিং-কে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা পুরসভার কর্তাদের 'উন্নয়নে'র বুলি ও সি পি এম নেতাদের 'উন্নয়নে'র বুলির মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। তাই, বক্তৃতায় যত বিরুদ্ধতার ভানই নেতারা করুন না কেন, সরকারি সি পি এম ও পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে গভীর গোপন আঁতাত এখন আর অজানা নয়। যারা বিদেশি ঋণের টাকায় কয়েকটা ফ্লাইওভার, বাছা বাছা রাজপথে অ্যাসফল্টের মোড়ক, চৌরঙ্গিতে আলো-ঝলমল ফোয়ারা ও পার্ক, একটা থিয়েটার হল কিংবা ধনীদের স্ফূর্তির ক্লাব ও ব্যয়বহুল সিনেমা হল ইত্যাদিকেই কলকাতার পুর-উন্নয়ন বলে বোঝায়, এবং এজন্য গরিবদের বস্তি জ্বালিয়ে দিতে, বুলডোজার দিয়ে ঝুপড়ি গুঁড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেনা — তারা কোন্ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দল, কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধি, সেকথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে কি ? বাস্তবে উন্নয়নের ঢক্কানিনাদের আড়ালে আজও কলকাতার অধিকাংশ গরিব-মধ্যবিত্ত জনগণ পানীয় জলের সঙ্কট, নিকাশি ও জঞ্জালের সমস্যা, মশার উপদ্রব, আর্সেনিক-জন্ডিস-ম্যালেরিয়া-আন্ত্রিকের শিকার হচ্ছেন প্রতিবছর পালা করে। পুরসভার স্কুল ও প্রসূতিসদনগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে, ফলে গরিব মানুষ যতটুকু পরিষেবা পেত, তাও বন্ধ। অ্যাডেড এরিয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়। করভার বৃদ্ধি ছাড়া কিছুই হয়নি। অথচ, সাধারণ মানুষের জীবনে পুরপরিষেবা বলতে তো এসব সমস্যার থেকে রেহাই পাওয়াই বোঝায় এবং সেটাই তো যথার্থ পুর উন্নয়ন।

আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস — দুটিই বুর্জোয়াশ্রেণীর দল। এই রাজনৈতিক চরিত্রের জন্যই তারা গরিব-মধ্যবিত্তের স্বার্থে পুরপরিষেবা দিতে পারেনি, এবং পারবে না। সি পি এম দলও বামপন্থার নাম নিয়ে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করছে, ফলে তাদের কাছ থেকেও সাধারণ মানুষ পুরপরিষেবা পেতে পারেনা এবং সেটা ইতিপূর্বে কলকাতা পুরসভার ক্ষমতায় থাকার সময়ও তারা প্রমাণ করেছে। এদের বিপরীতে একমাত্র আমাদের দল এস ইউ সি আই যে খেটে-খাওয়া গরিব-মধ্যবিত্তের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করছে, গণআন্দোলন গড়ে তুলছে — এ'কথা এই শহরের সাধারণ মানুষ জানেন। কলকাতা পুরনির্বাচনেও আমরা এই সংগ্রামী রাজনীতি নিয়েই লড়াই করছি। আমাদের দলের প্রার্থীরা জয়ী হলে, তারা গরিবের স্বার্থরক্ষায়, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় গণআন্দোলনের রাজনীতিকেই শক্তিশালী করবেন, কলকাতার গরিব-মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া জনগণের কাছে পুরপরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম চালাবেন। তাই আসন্ন নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য আমরা শহরের নাগরিকদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে

এস ইউ সি আই প্রার্থী তালিকা

ওয়ার্ড	প্রার্থীর নাম
১৪	স্বপন চক্রবর্তী
৩৮	বাণী চক্রবর্তী
৫১	প্রবীর শীল
৬৯	স্বাতী (দত্ত) ঘোষ
৭১	রাজেশ সাহু (কুমার গুপ্ত)
৭৬	স্বপন জানা
৭৮	আবু বরকত (নিয়াজ)
৭৯	অশোক কুমার যাদব
৮০	শীলা ভকত
৮৩	অম্বা গুই
৮৯	বুলবুল আইচ
৯৬	মাধবলাল মুখোপাধ্যায়
৯৭	অধীর সরকার
১০২	তপেন নাগচৌধুরী
১১৬	দীপ্তি নস্কর
১২৩	আশিস দণ্ড
১২৫	শাহনাজ বেগম (সমর্থিত)
১২৬	মৃত্যুঞ্জয় রায়
১২৯	রতন নস্কর
১৩০	অসীম রায়
১৩৬	কাঞ্চন অধিকারী
	এবং
৭৭	অনিতা বিশ্বাস (নাগরিক কমিটি মনোনীত ও এস ইউ সি আই সমর্থিত)

৬৯ ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রতীক সাইকেল
বাকি সমস্ত ওয়ার্ডে কুঠার

জনগণের দাবি নিয়ে ক্যানিংয়ে বিরাট সাইকেল মিছিল ও সমাবেশ

বছরের পর বছর কোন সংস্কার না হওয়ায় ক্যানিং-গোলাবাড়ী ৮০সি বাসরুটের অবস্থা ভয়াবহ। মাঝে মাঝেই বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। দুর্ঘটনাপ্রবণ এই রাস্তায় আসন্নপ্রসবা মায়েদের ও মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসা-কেন্দ্রে নিয়ে আসতে সর্বক্ষণ জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। ইতিমধ্যে কয়েকজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারে এতদ্‌অঞ্চলের নিত্যযাত্রী সহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণকে নিয়ে গড়ে উঠেছে "জনস্বার্থ সুরক্ষা মঞ্চ।" মঞ্চের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচির পর ২০ মে ক্যানিং এস ডি ও এবং পি ডব্লিউ ডি (সড়ক) দপ্তরে গণডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। অসহ্য গরমের মধ্যেও শত শত মানুষ সুসজ্জিত সাইকেলে হেড়োভাঙ্গা বাজার থেকে মিছিল করে গণডেপুটেশনের উদ্দেশ্যে সকাল ৯টায় রওনা হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিল কয়েকটি সুসজ্জিত মোটর সাইকেল — তারপর সুদৃশ্য ট্যাবলো, পিছনে দীর্ঘ দু'লাইনের সাইকেল মিছিল। আরোহীদের মাথায় দাবি লেখা ক্যাপ। দু'টি বাসভর্তি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক। ট্যাবলোর মাইকে ঘোষিত হচ্ছিল, অবিলম্বে ক্যানিং-গোলাবাড়ী বাসরুট পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করতে হবে। রাস্তা ২০ ফুট প্রশস্ত করতে হবে। পথে যাত্রী-প্রতীক্ষালয় ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের কনসেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। মিছিলের শুরুতেই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র অন্তর্ভুক্ত ভারত ব্রিকস্ ফিল্ডের শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে বাদল মহান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জানান। প্রতিটি মোড়ে এবং রাস্তার ধারে ধারে মা-বোন প্রবীণ ও নবীনেরা ভীড় করে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। মিছিল শতমুখীহাটে পৌঁছুলে সুবোধ ব্যানার্জী মেমোরিয়াল ক্লাবের পক্ষ থেকে সবেদা সেখ মঞ্চের সম্পাদক মোরসালিম গাজীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানান এবং প্রত্যেক মিছিলকারীকে সরবৎ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। এখানে বহু লোক মিছিলে অংশগ্রহণ করে। পূর্বঘোষণা মতো ক্যানিং হাসপাতাল মোড় থেকে মিছিল পায়ে হেঁটে ক্যানিং শহর পরিক্রমা করে। এস ডি ও এবং পি ডব্লিউ ডি (সড়ক) মঞ্চের দাবি মেনে নিয়ে দ্রুত কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। দুই দপ্তরে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন মোরসালিম গাজী, অরবিন্দ মহান্তি, আমিরুল সরদার, অধীর মণ্ডল এবং আলকাছ সেখ। এস ডি ও অফিসের সামনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রসূন রায় কয়াল, দিলীপ মণ্ডল, আহম্মাদ মোল্যা, মোরসালিম গাজী, অরবিন্দ মহান্তি ও বাদল সরদার। সকল বক্তা আগামী দিনের আন্দোলনে জনসাধারণকে আরো বেশি সক্রিয় অংশগ্রহণের আবেদন জানান এবং আন্দোলন শক্তিশালী করতে গ্রামে গ্রামে মঞ্চের শাখা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সিপিএমের বিপুল জয় কি জনগণের ভোটে ?

একের পাতার পর

সিপিএম প্রার্থী পেয়েছেন প্রায় ৯৯.৯৯ শতাংশ ভোট। তেমনি বালি পুরসভার ৯, ১৭, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম ৯৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বাকি ওয়ার্ডগুলির কোথাও তারা পেয়েছে ৯৭ শতাংশ, কোথাও ৯৬ শতাংশ, কোথাও ৯৫ শতাংশ। একতরফা ছাপ্পা ছাড়া এভাবে ভোট পাওয়া কি আদৌ সম্ভব? কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ২নং ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থী পেয়েছেন ১৪১৭টি ভোট, আর সম্মিলিতভাবে বিরোধীরা পেয়েছেন ৭টি ভোট। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম পেয়েছে ১৯২৭টি ভোট, আর তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস মিলিতভাবে ১২টি ভোট। এই পুরসভার ৫, ৬, ১১নং ওয়ার্ডে একই ভোট চিত্র। সিপিএম প্রার্থীদের এত ভোট পাওয়ার নেপথ্যে বুথ দখল ও একতরফা ছাপ্পা ছাড়া কি এই ফলাফল আদৌ সম্ভব? কীভাবে সিপিএমের ছাপ্পা বাহিনী ভোট লুট করেছে, সাংবাদিকরা তারই কিছু কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন। এমনকী বুথের ভিতরে কীভাবে ছাপ্পা চলছে, তার কিছু ছবিও সাংবাদিকরা ঝুঁকি নিয়ে তুলেছেন।

আবার এ কথাও ঠিক, কম হলেও যেসব জেলায় অথবা পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস এ ধরনের সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে, সেখানে তারাও যথেচ্ছ কারচুপি করেছে। শাসক দল হিসাবে সিপিএম যেভাবে অধিকাংশ জেলায় পুলিশ-প্রশাসন ও সমাজবিরোধী চক্র ও লুম্পেন যুবকদের কাজে লাগিয়েছে, কিছু জেলায় অবস্থা বিশেষে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসও এই চক্রকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করেছে। যেখানে যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস এ কাজ করতে পেরেছে, সেখানে ভোটের ফল হয়েছে অধিকাংশ স্থান থেকে উল্টো। ফলে চরিত্রগতভাবে সিপিএম, কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এটা শুধু ভোটের ব্যাপারে নেই তা নয়, পুরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রেও এদের মধ্যে নীতির কোনও পার্থক্য নেই, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তো নেই-ই। সরকারি সম্পত্তি বেচে দেওয়া, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি জরুরি পরিষেবাগুলিকে ব্যক্তিমালিকের মুনাফার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে তুলে দেওয়া, লোকসানের অজুহাতে কারখানা বন্ধ ও যথেচ্ছ শ্রমিক ছাঁটাই করা, চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা, দেশের কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমশক্তি লুটবার জন্য বিদেশি পুঁজির কাছে দেশের বাজার হাট করে খুলে দেওয়ার কোন ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। পুরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রেও শহর সুন্দর করার নামে একদিকে ফুটপাত থেকে গরিব হকার উচ্ছেদ, খালপাড়ের ঝুপড়িবাসীদের উৎখাত করা, অন্যদিকে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ধার করে নিয়ে এসে, সেই টাকায় উন্নয়নের নামে কিছু কিছু রাস্তা চওড়া করা, আর কিছু পার্ক করে বাহাদুরি নেওয়া — এই হচ্ছে এদের কৃতিত্ব। বিদেশ থেকে ধার করে নিয়ে আসা এই কোটি কোটি টাকার পাই-পয়সা জনগণকেই শোধ করতে হবে, অথচ জনগণ জানেনা কত টাকা আসছে, কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হচ্ছে, আর কত টাকা কর্তাদের পকেটে যাচ্ছে। এ ব্যাপারেও এরা প্রত্যেকেই এক। ফলে এরা কেবল ভোটের রাজনীতিতে একে অপরের বিরোধী, নীতির রাজনীতিতে নয়। করে খাওয়ার ব্যাপারে বহু অঞ্চলেই এদের মধ্যে গভীর মিত্রতা রয়েছে।

এবারের পুরসভা নির্বাচনগুলিতে অধিকাংশ জেলায় সিপিএম যতটা নগ্নভাবে কারচুপি করেছে তা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার একটি পুরসভায় ভোটের প্রচারের সময়ই এক সিপিএম কর্মী, একজন এস ইউ সি আই কর্মীকে বলেন, 'তোমরা রোদের মধ্যে খেটে যাও, কিন্তু লাভ নেই, আমরা ওয়ান-ডে-ম্যাচ খেলব, সেটাই পার্টির নির্দেশ।' ভোটের এই ওয়ান-ডে ম্যাচে 'ফলস', 'প্রক্সি' ইত্যাদি সিপিএমের কাছে এখন অচল। 'সায়েন্টিফিক রিগিং' বলে একটি শব্দ কিছু সংবাদপত্র চালু করেছিল, যার দ্বারা এ ব্যাপারে সিপিএমের নিখুঁত পরিকল্পনা ও মেশিনারির কথাই বোঝানো হত। ২২ মে'র পুরভোটের প্রত্যক্ষদর্শীমাত্রই বলবেন, এবার তাদের সেইসব আড়ালের কোন ব্যাপারই ছিল না। কোন সুচতুর পরিকল্পনার ধার ধারেন নি এবার সিপিএম নেতারা। দুপুরে ভোটের লাইন ফাঁকা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করারও প্রয়োজন তাঁরা মনে করেননি। সকালে ভোট শুরু হতেই তাঁদের লুম্পেন বাহিনীকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ছাপ্পা ভোটের কাজে। যারা হাতের কালি-চিহ্ন না মুছেই পরপর বুথে ঢুকে ব্যালটে ছাপ্পা মেরেছে। এরা যখন যেমন খুশি বুথে ঢুকেছে, প্রিসাইডিং অফিসারের পাশে বসে তালিকা মিলিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ক্ষেত্রে বলা যায়, চট ঘেরা ব্যালটে ছাপ দেওয়ার জায়গায় সিপিএম বিশ্বস্ত ব্যক্তি নিয়োগ করেছে, যাদের দায়িত্ব ছিল ভোটাররা যাতে সিপিএম প্রতীকেই ছাপ দেয়, তা নিশ্চিত করা। আরও উল্লেখযোগ্য হল, ছাপ্পা বাহিনীর লোকদেরও ব্যালটে ছাপ মেরে তা সিপিএমের ঐ বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেখাতে হয়েছে। অর্থাৎ তারা অন্য পার্টির প্রতীকেও ছাপ্পা দিতে পারে, এই আশঙ্কা নেতাদের ছিল। দলের মধ্যে অসন্তোষ এত প্রবল যে, দলের পুরনো কর্মীদের অনেককেও নেতৃত্ব বিশ্বাস করতে পারেনি, তারা চাইলেও তাদের ছাপ্পা দিতে পাঠানো হয়নি। নয়তো বলা হয়েছে, তাদেরও ব্যালট পেপার, 'বিশ্বস্ত' ব্যক্তিকে দেখিয়েই বাক্সে ফেলতে হবে। 'সন্দেহজনক' সি পি এম বাড়ির ভোটও ছাপ্পা হয়ে গিয়েছে। আগে থেকেই এমন সম্ভাবনা আঁচ করে এবং ভোটের দিন ঘটনা দেখে বহু সাধারণ মানুষই এবার ভোট কেন্দ্রে যাননি। কিন্তু ভোটের হিসাবে সেটা বোঝা যাবেনা। কারণ, সাধারণ ভোটারদের এই অনুপস্থিতি সিপিএম ছাপ্পা বাহিনীকেই অবাধে অন্যের ভোট ছাপ্পা মেরে বাক্সে ফেলতে সাহায্য করেছে। যেজন্য মানুষ বলেছেন, 'কী দরকার এখন ভোটের?'

আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মতো। ভোটের দিন সকাল হতেই সিপিএমের বুথ ক্যাম্পগুলিতে পাড়ার ও অন্য পাড়ার প্রৌঢ় থেকে যুবকরা ভিড় করেছে। এই একটা দিনের জন্য 'সকলেই সিপিএম'। একে দেখিয়েই সিপিএম বলছে, 'দেখো, কী বিপুল জনসমর্থন।' সত্যই কি আজ সি পি এম এতো বিরাট জনসমর্থনের অধিকারী ? যদি সেটাই হয়, তাহলে এমন বেপরোয়া রিগিং করার দরকার হচ্ছে কেন ? আসলে ভোটের দিন সি পি এম-এর বুথ ক্যাম্পে ভিড়, ছাপ্পা বাহিনীতে যুবকদের ভিড়, ইত্যাদি সবকিছুর পিছনেই রয়েছে হয় সি পি এম-ভীতি, না হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ, সুবিধাবাদ, বিশেষত বাকি দিনগুলিতে পাড়ায় পাড়ায় 'যা খুশি তা করার' পার্টি ছাড়পত্র নিয়ে নেওয়ার মতলব। এদের যারা 'নেতৃত্ব' দেয়, তারাও এলাকার ভদ্রবেশী 'তোলাবাজ নেতা', নানা অসৎ উপায়ে যারা প্রোমোটারি থেকে শুরু করে অন্য উপায়ে অর্থোপার্জনের যাবতীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত। এরাই এখন সি পি এম-এর 'অগ্রগামী বাহিনী' ! এদের দেখিয়েই সি পি এম জনসমর্থন দাবি করছে।

২৫মে পুরসভা ভোটের গণনার দিন জনৈক জয়ী সি পি এম নেত্রীকে এক ব্যক্তি বলছিলেন, ''দিদি, সব আসন নিয়ে নিলেন, বিরোধীদের মুছে দিলেন, এটা কি ভাল হল ? জবাবে ওই নেত্রী বললেন, ''কি করা যাবে ভাই, '৭২ সালের ভোটে আমরা কিন্তু রুখবার চেষ্টা করেছিলাম, এখন তো বিরোধীরা তেমন কোনও চেষ্টাই করছে না।'' অসর্তকতার ফলে ওই সি পি এম নেত্রী স্বীকার করে নিলেন যে, ১৯৭২ সালের বিধানসভা ভোটে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারে থেকে যেভাবে ব্যাপক রিগিং করে জিতেছিল, এখন সি পি এম সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে নির্বাচনে সেভাবেই জিতছে। অবশ্য একথাও সকলেই মনে করেন, রিগিং রেকর্ডে সি পি এম ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আনন্দবাজার পত্রিকা পুরভোটের ফলাফল বেরোবার দু'দিন পর সি পি এম-এর 'বিপুল জয়ের' কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ২৮ মে লিখেছে, ''বামবিরোধী ভোটারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিশ্চিতভাবেই বামেদের বিশেষত সি পি এম-কে ভোট দিয়েছেন। .... পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের এই প্রবণতাকে রাজনৈতিক মহলে অনেকেই ব্রিটেনের সাম্প্রতিক নির্বাচনে টনি ব্লেয়ারের ভোট টানার সঙ্গে তুলনা করেছেন। .... তাঁদের ধারণা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ও শাসক দল সি পি এম যেভাবে সংস্কারমুখী হয়েছে, তা বাম-বিরোধী ভোটারদের অনেককেই আকর্ষণ করেছে।''

সি পি এম-এর ভূমিকার তুলনা হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের শাসক দল লেবার পার্টির নাম করা হচ্ছে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তুলনীয় হয়ে উঠেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সঙ্গে। এ ঘটনা সি পি এম নেতৃত্বকে আহ্লাদিত করতেই পারে। এতকাল যে সংবাদপত্র কেবল মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করত, এখন তারা যে সি পি এম-এরও প্রশংসা করছে, এতেই বোঝা যায়, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের পছন্দের তালিকায় সি পি এম এখন দল হিসাবে প্রথম সারিতে। তবে একদিকে ব্রিটেনের টনি ব্লেয়ার, অন্যদিকে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের যে সংস্কারমুখী কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা আনন্দবাজার পত্রিকা করে থাকে, সেটা আগাগোড়া পুঁজিবাদেরই স্বার্থে, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের বাড়তি মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়ার 'সংস্কার' কার্যক্রম। এবং এই কার্যক্রম খোদ ব্রিটেন সহ বিশ্বের কোনও দেশেই খেটে খাওয়া গরিব-মধ্যবিত্তের জীবনে কোনও উন্নয়ন ঘটায়নি, বরং তাদের দুর্দশা আরও বেড়েছে। ভারতবর্ষেও একই জিনিস ঘটছে, পশ্চিমবঙ্গেও সেটাই। তবু যদি তাঁরা বলতেন, ধনিক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা, যারা ইতিপূর্বে সহজাত শ্রেণীবোধ থেকে দক্ষিণপন্থী দলগুলির পিছনে থাকত, তারা এখন সি পি এম-এর 'বামপন্থা'র মধ্যে আরও উন্নত দক্ষিণপন্থার খোঁজ পেয়ে সি পি এম-এর পিছনে দাঁড়াচ্ছে, তবে তার মধ্যে কিছু সত্য থাকত। কিন্তু সি পি এম-এর সংস্কারমুখী কার্যক্রমে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে এবং সেজন্য তারা দলে দলে সি পি এম-কে ভোট দিচ্ছে এই ব্যাখ্যা নিতান্তই ভিত্তিহীন। বরং এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ তথা শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও সি পি এম-এর প্রতি বিরুদ্ধতা এত প্রবল হয়েছে যে, শুধুমাত্র সি পি এম-কে হারাবার নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস বা বিজেপি'র মতো দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে তাঁরা ভোট দিতে পিছপা হননি, এখনও পিছপা হচ্ছেন না। এইদিক থেকে সি পি এম-এর রাজনীতি ও তাদের সরকারের কার্যক্রম এ রাজ্যে দক্ষিণপন্থীদের প্রতি মানুষের সমর্থন বাড়াতেই সাহায্য করে যাচ্ছে, যাকে রিগিং-সর্বস্ব ভোটের ফল দিয়ে বিচার করা বা বোঝা যাবে না। তাছাড়া এই আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিকদের ২২ মে'র নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং সম্পর্কে যেসব রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল পরবর্তী বিশ্লেষণ একেবারেই তার বিপরীত। কীভাবে পুঁজিবাদী মালিকগোষ্ঠীর নির্দেশে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বানানো হয়, এ তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সি পি এম নেতৃত্ব পুরভোটের এই ফল দেখিয়ে নিজেদের ঢাক পেটাতে পারেন, এ রাজ্যে গণতন্ত্র ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত বলে দাবিও করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ সহ সি পি এম-এর সৎ কর্মীদের মুখে এখন পুরভোটের পর একটি বাক্যই শোনা যাচ্ছে, তা হল — 'গণতন্ত্রের বলাৎকার হচ্ছে।' সি পি এম নেতৃত্ব কি একথা শুনতে পাচ্ছেন ?

একমাত্র গণকমিটি গড়ে তুলেই রিগিং প্রতিরোধ সম্ভব

গত ২৮মে 'বর্তমান' পত্রিকার এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, পাড়ায় পাড়ায় গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে সি পি এম-এর সন্ত্রাস ও রিগিং-কে মোকাবিলা করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, সি পি এম দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। শোষকশ্রেণী পশ্চিমবঙ্গে অতীতে গড়ে ওঠা বামপন্থার মর্যাদাকে মসীলিপ্ত করার জন্য, মার্কসবাদ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য, গণআন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠন চালাতে সি পি এম-কে যতদিন প্রয়োজন ততদিন সরকারি ক্ষমতায় বসিয়ে রাখবে আর এদেরই অঢেল দানে পুষ্ট মানি পাওয়ার, মাস্‌ল পাওয়ার, পুলিশ ও প্রশাসনের পাওয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করে সি পি এম এই রিগিং ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাবে। দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলগুলি, অর্থাৎ কংগ্রেস, বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস যতক্ষণ এই রাজ্যে সি পি এম-এর বিকল্প হিসাবে ভোটে দেশি-বিদেশি বুর্জোয়াদের সমর্থন ও মদত না পাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তাদের সরকারে আসা সম্ভব নয়। আর সি পি এম-এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন, গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো এদের আদর্শ, রাজনীতি ও নৈতিক বল, কিছুই নেই। একমাত্র একটি বিপ্লবী দলই এই গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আমাদের দল দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দলের বহু কর্মী এই লড়াই চালাতে গিয়ে পুলিশের লাঠি-গুলিতে বুকের রক্ত ঢেলেছে, প্রাণ দিয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছে, কারাগারে বন্দী হয়ে আছে। সি পি এম-এর সমাজবিরোধীদের হাতেও অনেকে খুন হয়েছে। এই আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য আমরা এলাকায় এলাকায় দল-মত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে নিয়ে গণকমিটি গঠন করছি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলছি। সি পি এম-এর নীচুতলার বহু সৎ কর্মী-সমর্থক এতে সামিল হচ্ছেন। একমাত্র এই গণকমিটি এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী-ই সি পি এম-এর রিগিং ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। অন্য কোনও পথে এটা সম্ভব নয়।

উলফোইৎস, বোল্টনদের নিয়োগের দ্বারা

আধিপত্যের ফাঁস শক্ত করাই আমেরিকার মতলব

রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন দূত হিসাবে জন বোল্টনকে নিযুক্ত করে এবং বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট হিসাবে উলফোইৎস-এর নাম প্রস্তাব করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোড়া আধিপত্যের ফাঁস আরও শক্ত করতে চেয়েছেন। যুদ্ধের দ্বারা এ কাজ তিনি করতে পারেননি।

বোল্টন এবং উলফোইৎস — দু'জনেই বুশ প্রশাসনের ঝানু যুদ্ধবাজ সদস্য হিসাবে খ্যাত। ইরাকে একতরফা মার্কিন হানাদারির সবচেয়ে সোচ্চার প্রবক্তা ছিলেন এই দু'জনই। যুদ্ধ শুরুর আগে স্পর্ধার সাথে এই বোল্টনই বলেছিলেন যে, ''রাষ্ট্রসংঘ আবার কী!'' আর উলফোউইৎসের ছিল উত্তুঙ্গ আশা যে, ''ইরাকিরা আমাদের, তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে অভ্যর্থনা জানাবে।'' কিন্তু তাদের সেই আশার ফানুস রুক্ষ বাস্তবের খোঁচায় চুপসে যেতে বেশি সময় লাগেনি, আর তাদের দম্ভও আজ ভেঙ্গে চুরমার। ইরাক আজ মার্কিন বাহিনীর প্রায় এক জীবন্ত গোরস্থান। যুদ্ধের হুমকি দেওয়া মার্কিন বিদেশনীতি, মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর প্রতিরোধ দৃঢ়তরই করেছে এবং এই প্রতিরোধের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসহায়তাও সুস্পষ্টরূপে আজ ধরা পড়েছে।

সেই কারণেই, বুশ প্রশাসন এবার বোল্টন এবং উলফোইৎসকে এমন জায়গায় নিয়োগ করতে চলেছে, যেখান থেকে এরা তাদের জঙ্গি যুদ্ধবাদী নীতির ভিত্তিতেই কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। অথচ বাগদাদ, মসুল, গাজা, দক্ষিণ লেবানন, তেহরান, উত্তর কোরিয়া, কারাকাস কিংবা হাভানায় যেমন হয়েছিল, তেমনভাবে তাদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে না। এর আগে বোল্টন কাজ করেছেন 'অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়' সংক্রান্ত দপ্তরের 'আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট' হিসাবে। স্টেট ডিপার্টমেন্টে তিনি ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এবং প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রাম্‌সফেল্ডের প্রতিনিধি। নর্থ ক্যারোলিনার উগ্র দক্ষিণপন্থী, সমরবাদী এবং জাতিবাদী সেনেটর জেসে হেল্‌ম্‌স ছিলেন বোল্টনের পৃষ্ঠপোষক।

মার্কিন প্রশাসন এখন রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে ইরানের ওপর তার চাপ বাড়াবার পরিকল্পনা করছে। তাই, ইরান সম্পর্কে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না — এই অজুহাতে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি'র প্রধানের পদ থেকে মহম্মদ এল বারাদিকে হঠিয়ে বোল্টনকে সেই পদে বসানোর পরিকল্পনা করছে তারা। এদিকে ইতিমধ্যেই ২০০৩ সালের গোড়ার দিকে ইজরায়েলি সংবাদপত্র 'হারেৎস'-এ বোল্টনের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। বোল্টন সেখানে খোলাখুলি বলেছেন যে, ''ইরাককে পরাজিত করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরান, সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়ারও মহড়া নেবে।'' (ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, মার্চ ৮)

রাষ্ট্রসংঘে বোল্টনকে নিয়োগ করে মার্কিন প্রশাসন চীনের বিরুদ্ধেও আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ, তাইওয়ানকে রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি পাইয়ে দিতে বোল্টন কলকাঠি নেড়ে থাকেন এবং এজন্য তাইওয়ান সরকার তাঁকে মোটা টাকাও দেয়। এই বোল্টন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে উত্তর কোরিয়া সংক্রান্ত এক বৈঠক থেকে একবার এমনকী বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়েছিল। বৈঠকে বোল্টন উত্তর কোরিয়ার নেতা 'কিম জং' (দ্বিতীয়)-কে 'স্বৈরাচারী শাসক' এবং কোরিয়া দেশটিকে 'নরক' বলে অভিহিত করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় উত্তর কোরিয়ার সরকার বোল্টনকে বৈঠক থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিয়ে বলে — মানবসমাজের রক্তচোষা এই জঞ্জালটিকে আলোচনায় অংশ নিতে দেওয়া যায় না।

'ট্রিবিউন' পত্রিকার এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ২০০২ সালে বোল্টনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নিউইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসন কী চায়? এর উত্তরে কোনো কথা না বলে বোল্টন তাক থেকে একটি বই নামিয়ে সামনে রাখা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলেন; বইটির উপরে নাম লেখা — 'উত্তর কোরিয়ার বিনাশ' (দি এন্ড অফ নর্থ কোরিয়া)। বইটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বোল্টন প্রশ্নকর্তাকে বলেন — ''ওটাই আমাদের লক্ষ্য।'' ২০০২ সালে জর্জ বুশ 'শয়তানের অক্ষ' উল্লেখ করে যে জঙ্গি বার্তা দিয়েছিলেন, বোল্টনের এই মন্তব্য সে'কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

যেসব মানুষ বুশ প্রশাসনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা কতটা উগ্র দক্ষিণপন্থী, সমরবাদী এবং নয়া-উপনিবেশবাদী তা এইসব উক্তি থেকেই বোঝা যায়। বুশ-প্রশাসনে আজ এইসব চরম দক্ষিণপন্থী যুদ্ধবাজদেরই আধিপত্য। কিন্তু ইরাকী জনগণসহ সারা বিশ্বের প্রতিরোধের সামনে পড়ে বেহাল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে এখন নতুন করে আক্রমণের কৌশল সাজাতে হচ্ছে। এখন তাদের নানা ধরণের জটিল কূটনৈতিক কায়দাকানুন, ভীতিপ্রদর্শন এবং অর্থনৈতিক অবরোধের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

সমরশক্তি ও ব্যাঙ্ক পুঁজির জোট

বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তা হিসাবে উলফোইৎস-এর মনোনয়নের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের সর্ববৃহৎ আর্থিক সংস্থার প্রধানের পদে মার্কিন সমর দপ্তরের দুই নম্বর বড়কর্তাকে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে উলফোইৎসের কোনো অভিজ্ঞতা নেই — তাই তাঁর নিয়োগ নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। আসলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বিষয়গুলি বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে নেহাত গৌণ। এর প্রধান কাজ হল, বৃহৎ একচেটিয়া কোম্পানিগুলিকে, বিশেষ করে বড় বড় তেল কোম্পানিগুলিকে পুঁজি সরবরাহ করা। একচেটিয়া কোম্পানিগুলি এই পুঁজি বিনিয়োগ করে বিশ্বের পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে শোষণ লুণ্ঠন চালায়।

লেনিন ১৯১৬ সালে 'সাম্রাজ্যবাদ - পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' বইটি লিখেছিলেন, যা মানুষের চোখ খুলে দিয়েছিল। প্রতিযোগিতার স্তর পার হয়ে পুঁজিবাদ সে সময়ে যে নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছিল — লেনিন এই বইটিতে সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এই বইয়ে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং তাদের জোট বা 'কার্টেল'-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন; ব্যাঙ্কপুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে লগ্নি পুঁজির উদ্ভবের কথা বলেছেন। বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে ব্যাংকের এই মিলনের মধ্য দিয়েই গোটা বিশ্বকে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নেওয়ার সূত্রপাত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদের প্রাথমিক পর্যায় চলছে, সে'সময় লেনিন এই বইটি লেখেন। সমরশক্তির সঙ্গে লগ্নিপুঁজির মিলন, পরবর্তীকালে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সাম্রাজ্যবাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে উদ্ভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মিলনের মূল কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে পেন্টাগন।

ডিক চেনি হলেন উলফোইৎসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রেসিডেন্ট বুশের প্রথমবারের শাসনকালে এঁরা দু'জনেই পেন্টাগনের দপ্তরে কাজ করেছেন। সে সময় চেনি ছিলেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারি এবং উলফোইৎস কাজ করেছেন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারক দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি হিসাবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর এই চেনি এবং উলফোইৎস — দু'জনে মিলে একটি দলিল তৈরি করেন। ১৯৯২ সালে এই দলিলটির কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করে এঁরা প্রচণ্ড জোরের সাথে দাবি করেন যে, এরপর থেকে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র বলে গণ্য হবে এবং কেউ তার এই একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস দেখাতে পারবে না। এই দলিলটি 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকায় ফাঁস হয়ে যায়। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের বাবা এল্ডার জর্জ বুশ, যিনি ছিলেন সেই সময়কার প্রেসিডেন্ট, তিনি পরে দলিলটির কথা অস্বীকার করেন। এই দলিলের বক্তব্যই আরো হিংস্র চেহারা নিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজির তথ্যে ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

চেনির সঙ্গে উলফোইৎসের জোটবন্ধন অন্য একটি কারণেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। চেনি ছিলেন তেল কোম্পানি হ্যালিবার্টনের প্রাক্তন কর্তা (সি ই ও)। হ্যালিবার্টন কোম্পানিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেলশিল্পের শিরোমণি। বিশ্বের তাবৎ বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলির সঙ্গে হ্যালিবার্টনের লেনদেন চলে। পেন্টাগনের মতো এই কোম্পানিগুলিরও পরিকল্পনা হল বিশ্বজোড়া। একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলি মার্কিন পুঁজিবাদের প্রধান শক্তি এবং সেদেশের শিল্প, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মিলিটারির সঙ্গে এগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। উলফোইৎসকে নিয়োগ করা হলে এই সংযোগ আরো গভীর হবে।

যুগোশ্লাভিয়াকে টুকরো টুকরো করে দেবার পরিকল্পনায় মার্কিন এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদ একসময় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। পরিণতিতে ১৯৯৯ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে কোসোভো দখলের জন্য সেনা পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে টাকার থলি হাতে মঞ্চে আবির্ভূত হয় বিশ্বব্যাঙ্ক। উদ্দেশ্য কোসোভো পুনর্গঠনের নামে ব্যবসা করবে যেসব সংস্থাগুলো, তাদের ঋণ ও অনুদান দেওয়া।

২০০২ সালের মার্চ মাসে পেন্টাগন যখন আফগানিস্তানকে বোমা ও মিসাইলের আঘাতে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির স্বার্থে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে তুর্কমেনিস্তান থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত পাইপলাইন বসানোর জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক অর্থসাহায্য করতে উপস্থিত হয়েছিল। তেলসমৃদ্ধ ইরাকে মার্কিন হানাদারির পরেও বিশ্বব্যাঙ্ক তথাকথিত 'পুনর্গঠনে'র কাজে সাহায্য করার অজুহাতে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও হ্যালিবার্টন

বিশ্বব্যাঙ্ক, তেল কোম্পানি হ্যালিবার্টন কর্পোরেশনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মার্কিন একচেটিয়া বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলি যাতে ইরাকের তৈলসম্পদ পুরোপুরি কব্জা করতে পারে হ্যালিবার্টন তার দায়িত্ব নিয়েছে। বলা যায়, উলফোইৎস হলেন ইরাক যুদ্ধের কারিগর। এই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু হল ইরাকের তৈলসম্পদ। বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তা হয়ে বসার পরেও উলফোইৎসের চরিত্রে বদল ঘটবে না। চেনি, রামস্‌ফেল্ড এবং পেন্টাগনের সঙ্গে মিলে লগ্নিপুঁজির সেবায় তখনও তিনি কাজ করে যাবেন, বদল ঘটবে শুধু তাঁর পদের।

১৯৯২ থেকে ২০০৪ — এই ১২ বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক ২৮০০ কোটি ডলার খরচ করেছিল তেল, কয়লা, গ্যাস, বিদ্যুৎসংস্থার মতো কিছু প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদ বেসরকারীকরণের কাজে। এর মধ্যে থেকে হ্যালিবার্টন পেয়েছিল ২৫৭.৫ কোটি ডলার। বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে যেসব কোম্পানির চুক্তি হয়েছিল, হ্যালিবার্টন ছিল তাদের মধ্যে বৃহত্তম। বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় এই তেল কোম্পানিটি আজারবাইজান, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চাড, ক্যামেরুন, জর্জিয়া, ভারতবর্ষ, কাজাখস্তান, মোজাম্বিক, রাশিয়া এবং থাইল্যান্ডে তেল প্রকল্প চালায়।

এক্সন মোবিল কোম্পানিও কম যায় না। আর্জেন্টিনা, চাড, ক্যামেরুন, গিনি, জর্জিয়া, কাজাখস্তান, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের তেল প্রকল্পের কাজের জন্য এই সংস্থা পেয়েছে বিশ্বব্যাঙ্কের ১৩৬.৭ কোটি ডলার। শেভ্রন টেক্সাকো কোম্পানিটি ১৫৮.৯ কোটি ডলার নিয়ে ক্যামেরুন, চাড, কলম্বিয়া, কঙ্গো ও ব্রাজাভিল, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, রাশিয়া ও থাইল্যান্ডে কাজ করেছে। ইউনোক্যাল পেয়েছে ৯৩.৮ কোটি ডলার এবং ৭৪.৪ কোটি ডলার পেয়েছে এনরন। এই সমস্ত তেল উৎপাদক দেশগুলির তালিকায় চোখ বোলালেই দেখা যায় যে, এগুলির প্রতি পেন্টাগন, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য বহুজাতিক মুনাফাবাজ সংস্থাগুলির প্রবল লোভ আছে। ফলে বিশ্বব্যাঙ্কের শীর্ষে উলফোইৎস-এর আরোহণের অর্থ হল — এক হিংস্র যুদ্ধবাজকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণযন্ত্রের এক অংশ থেকে অন্য অংশে স্থানান্তর করা। মিলিটারি এবং বৃহৎ শিল্প — পেন্টাগন এবং বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলি ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। আবার, এগুলির প্রতিটিই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

একই নিয়ম অনুসরণ করে মার্কিন ডিফেন্স সেক্রেটারি রবার্ট ম্যাকনামারাকেও বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের পদে বসানো হয়েছিল। ম্যাকনামারা ছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের কুখ্যাত রূপকার। 'ফোর্ড মোটরস্' কোম্পানির বড়কর্তা হিসাবে একচেটিয়া পুঁজির সাম্রাজ্য পরিচালনায় ম্যাকনামারার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। প্রথমে পেন্টাগনে এবং পরে বিশ্বব্যাঙ্কের শীর্ষপদে তাকে বসানো সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় একচেটিয়া পুঁজি ও মিলিটারির মধ্যেকার গাঁটছড়ার বিষয়টি এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। অনেকে বলছেন, ইরাকে ব্যর্থ মার্কিন আগ্রাসনের সঙ্গে উলফোইৎসের নামটি একাকার হয়ে যাওয়ার কারণেই সামরিক নীতি নিয়ন্ত্রণের যে কাজে তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন, সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের উচ্চপদে বসানো হচ্ছে। একইরকমভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরেই ম্যাকনামারাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, মিলিটারি কর্তার পদ থেকে বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তার পদে উলফোইৎসের এই স্থানান্তরণের তাৎপর্য কী — সময়ই তা বলবে।

তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি এবং রাজনীতির উপর, বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তা হিসাবে উলফোইৎসের এই মনোনয়ন মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। প্রতিক্রিয়াশীল, নয়া-উদারনৈতিক যে সমস্ত কর্মপন্থা ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাঙ্ক গ্রহণ করতে শুরু করেছে, উলফোইৎস যে সেগুলিকে আরো জোরালো করবেন — এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা আই এম এফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসাবেই কাজ করে বিশ্বব্যাঙ্ক। আই

আটের পাতায় দেখুন

ব্রাসেলস-এ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সেমিনারে এস ইউ সি আই

একের পাতার পর

মধ্যে পড়ে তাদের অর্থনীতি টলমল করতে থাকে। বাজারের জন্য সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব তাদের রাজনীতিকে আলোড়িত করতে থাকে। অন্যদিকে, কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েট ইউনিয়নকে শীর্ষে রেখে কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশকে নিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জন্ম হয়। তাছাড়া বিরাট সংখ্যায় পূর্বতন উপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশও এই সময় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মাথা তোলে। যদিও এদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল পুঁজিবাদ। যে সমস্ত দেশ তখনও স্বাধীনতা অর্জন করেনি সেই সমস্ত দেশেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম প্রবল শক্তি নিয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ গোটা বিশ্বে তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের জোয়ার। সম্মিলিত এই পরিস্থিতির ফলে, সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিশ্ববাজার অকল্পনীয় মাত্রায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়, যা তাদের তীব্র বাজার সঙ্কট ও মন্দাকে বাড়িয়ে দেয়। বলা যায়, বিশ্ব তখন বিপ্লবের তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে যখন আধুনিক শোধনবাদ মাথাচাড়া দিল, তখন থেকেই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বর্ণনা করেই আমাদের নেতা, পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন — ''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ প্রায় কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল এবং সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগতি ধারাবাহিক ভাবে ঘটছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কী ভয়ানক বিপর্যয় ঘটে গেল।'' আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবির সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল কুৎসা ও আক্রমণাত্মক প্রচার শুরু করে দেয়, পাশাপাশি নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের জাল আরও বিস্তৃত করতে থাকে। কিউবা, ভিয়েতনাম এবং আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার বহু দেশ একের পর এক সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের শিকার হয়। এতদসত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্বের বাস্তব প্রভাব ছিলই, তা বহু ক্ষেত্রে আমেরিকা ও যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের আটকে দিয়েছিল, ভিয়েতনাম যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কমরেড হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ গত শতকে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সবচেয়ে লজ্জাজনক পরাজয়ের বোঝা আমেরিকার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি ক্রুশ্চেভ ও পরবর্তী সোভিয়েট সংশোধনবাদী নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের পারমাণবিক যুদ্ধভীতি, বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনেও ছাপ ফেলে যায়। সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্রকে রোখা যায়নি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বহু সংগ্রাম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। কোরিয়ার বিভক্তি আটকানো যায়নি; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ জারি করতে সফল হয়; ভিয়েতনামের জনগণকে চূড়ান্ত বিজয়ের আগে দীর্ঘকাল ধরে প্রবল অত্যাচার দুর্দশা এবং অমূল্য প্রাণহানি মেনে নিতে হয়। সোভিয়েট ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে গুরুতর আদর্শগত মতপার্থক্যের ফলে এমনকী আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনেও অনৈক্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

আধুনিক শোধনবাদ মাথা তোলার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যে উত্থান শুরু হয়েছিল, তা চরম আকার নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন, সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ও পরবর্তীকালে চীনে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের ফলে। শোধনবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েও সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকার ফলে তা সাম্রাজ্যবাদীদের উপর যতটুকু নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছিল, তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটাও হারিয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে তথাকথিত একমেরু বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ নতুন করে তীব্র আক্রমণ চালাতে শুরু করে। অর্থনীতির বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নতুন ধ্বজা তুলে সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্ববাজারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় নেমে পড়ে। কমরেড লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' নামের অমূল্য রচনায় সাম্রাজ্যবাদের যেসব বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছিলেন, বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের সেই একই চরিত্র আছে, শুধু কিছু শব্দ ও স্লোগান পাল্টেছে মাত্র।

মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষের যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবকে আদৌ আমল না দিয়ে, রাষ্ট্রসংঘকে 'রবার স্ট্যাম্প' হিসাবে ব্যবহার করে পুরোপুরি একতরফাভাবে পৃথিবীর কোন না কোন অপেক্ষাকৃত দুর্বল উন্নয়নশীল দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সাম্যবাদী শক্তিগুলিও সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ ও বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই বোধহয় মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দল এস ইউ সি আই উপলব্ধি করেছিল যে, সমগ্র বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট ও ফোরাম গঠন করা জরুরি, যেগুলির প্রাণকেন্দ্রে থাকবে সংশ্লিষ্ট দেশের কমিউনিস্টরা। দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রাম গড়ে তোলার পরিপূরক হিসাবে গড়ে তোলা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই আন্দোলনগুলি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকেই দুর্বল করবে। এই সংগ্রামগুলি যখন জঙ্গি শান্তি আন্দোলনে উন্নীত হবে এবং পরবর্তীকালে যখন এগুলিকে যুক্ত ও সংহত করে বিশ্বজোড়া বৃহৎ আন্দোলনে রূপ দেওয়া যাবে, তখন সেই আন্দোলনের পথ ধরেই একমাত্র বিশ্বের মেহনতি মানুষ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং আক্রমণকে রুখে দিতে পারবে। আমরা স্পষ্টভাবে একথা বলেছি যে, বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ যে পার্টি গ্রহণ করবে তার প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা এবং সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিতে আমরা প্রস্তুত। এই চিন্তা থেকেই আমরা ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেলজিয়াম-এর সাথে কথা বলেছিলাম, কারণ তারা ইতিমধ্যেই সফলভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সেমিনার পরিচালনার কাজ করে চলেছে। আমরা এও বুঝেছিলাম যে, বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলির মধ্যে সঠিক সমন্বয় ও সংহতি ঘটিয়ে বিশ্বজোড়া এক বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে প্রতিটি দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলিকে রাখলেই শুধুমাত্র চলবে না, নিজের নিজের দেশে সংগঠিত আন্দোলনের অভিজ্ঞতাগুলি বিনিময় করে ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য, এই নীতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক স্তরে এই আন্দোলনগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটানো ও ঐকমত্যের জন্য সংগ্রাম চালাতে হবে। শেষপর্যন্ত একটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার জন্য জমি প্রস্তুত করা এবং তা গড়ে ওঠার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করার পথে অগ্রসর হওয়াই ছিল কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির কাজ। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে, বাস্তবে এই প্রয়াস নেওয়া হয়নি।

কমরেড মুখার্জী বলেন, ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে আমরা কলকাতা কনভেনশন আহ্বান করেছিলাম। পিটিবি সহ কমিউনিস্ট পার্টি অফ কিউবা, রাশিয়ার অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিকস), নেদারল্যান্ডের নিউ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা দেশের সমাজতান্ত্রিক দল প্রভৃতি সেই কনভেনশনে যোগ দিয়েছিল। জার্মানি, জাইরে ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই কনভেনশন থেকে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা 'সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম' (অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম) গঠন করি। সেই সময় থেকে ফোরাম ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; সাথে সাথে আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সঙ্গে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য একক চেষ্টা ও উদ্যোগ বহাল রেখেছে।

রাশিয়ার অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি অফ বলশেভিকস্-এর জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড নীনা আন্দ্রিয়েভা (বামদিক থেকে তৃতীয়) ও একই পার্টির ইউক্রেন শাখার সম্পাদক কমরেড আনাতোলি আর্কাদিয়েভিচ মায়েভস্কি ব্রাসেলস্ সেমিনারে যোগ দিতে আসেন। আন্তঃপার্টি আলোচনায় কমরেড নীনা আন্দ্রিয়েভার সাথে কথা বলছেন কমরেড মানিক মুখার্জী।

পরবর্তীকালে ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, আমরা সঠিক পথে এগিয়েছি। ইরাকের দৃঢ়সঙ্কল্প স্বাধীনতাপ্রেমী জনগণ, আপাতদৃষ্টিতে কোন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ছাড়াই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাক দখলের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এরই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাস্তায় রাস্তায় শান্তি আন্দোলনে সামিল লক্ষ লক্ষ লড়াকু স্বেচ্ছাসেবকের নজিরবিহীন বিশাল যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ক্ষেত্র প্রস্তুত। এ সমস্ত কিছু থেকে প্রমাণ হয় যে, শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবার মতো জনশক্তি আগে থেকেই প্রস্তুত হতে শুরু করেছিল; শুধু প্রয়োজন ছিল এইগুলি এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিকে একসাথে নিয়ে সমন্বয়িত ও সংগঠিত করে শক্তিশালী বিশ্বশান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটি করা। বিশ্বজুড়ে এই আন্দোলন যদি আমরা গড়ে তুলতে পারতাম, তাহলে বর্বর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও হত্যার শিকার ইরাকি জনগণের সমর্থনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো যেত এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের, ভিয়েতনামে যে দুর্দশা হয়েছিল, সেই অবস্থায় তাদের টেনে নামানো সম্ভব ছিল। কমিউনিস্ট হিসাবে আমরা মনে করি, আমাদের সর্বহারা আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা, এই জাতের আন্দোলন শুরু করার পথে পদক্ষেপ করতেই আমাদের নির্দেশ দেয়। প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলিকেও ঐক্যবদ্ধভাবে এই লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, একথা খুবই আনন্দের যে, ব্রাসেল্স সেমিনারে আলোচনার জন্য এই বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, আলাপ-আলোচনা এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কার্যকরী কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব।

বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট শক্তি ও পার্টিগুলির মধ্যে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন, বিপ্লবের স্তর ও এধরনের নানা প্রশ্নে যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মতপার্থক্য রয়েছে — যার শিকড় গত শতকে সোভিয়েট ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দেখা দেওয়া গুরুতর মতাদর্শগত পার্থক্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে — সেগুলিও আমরা সমাধান করতে সক্ষম হব। খোলা মনে সত্যে পৌঁছাবার একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে ব্যাপক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মতবাদিক সংগ্রাম চালানোর দ্বারাই মতপার্থক্যের সমাধান করা সম্ভব। এই ধরনের মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন্ দল কতটা শক্তি ধরে সেটা বিচার্য হওয়া উচিত নয়। বিচার করতে হবে, সেই দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত কতটা সঠিক। এর জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা প্রয়োজন। আমাদের সকলের শত্রু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে তাদের সর্দার, যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জরুরি প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মধ্যে ন্যূনতম সাধারণ কিছু পয়েন্টের ভিত্তিতে ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টার সূচনা ব্রাসেলস্ সেমিনার থেকেই হোক। এই ধরনের প্রচেষ্টার প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সমস্ত রকম সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস জানিয়ে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করে কমরেড মানিক মুখার্জী বক্তব্য শেষ করেন।

বুদ্ধদেববাবুদের ছাঁটাইমুখী সংস্কারে ৮০ হাজার শ্রমিক পরিবার আতঙ্কে

গত দু'বছরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার ২৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সংস্কার চালিয়ে ৯ হাজার ৯৪৪ জন কর্মীর মধ্যে চার হাজারেরও বেশি কর্মীকে কর্মচ্যুত করেছে। এই ২৬টির মধ্যে ৯টি সংস্থাকে সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। কেবল তারই জেরে কর্মচ্যুত হয়েছেন প্রায় তিন হাজার মানুষ। আগামী দু'বছরের জন্য বুদ্ধদেববাবুর সরকারের কর্মসূচি হল আরও ২৯টি সংস্থাকে সংস্কারের হাড়িকাঠে পাঠানো। এই ২৯টি সংস্থার মধ্যে বিদ্যুৎ, পর্যটন ও পরিবহন দপ্তরও রয়েছে। দ্বিতীয় দফায় এই সংস্কারে ৮০ হাজার কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের এই সংস্কার কর্মসূচিতে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ডি এফ আই ডি ভীষণ খুশি। সংস্থার উপঅধিকর্তা হাওয়ার্ড টেলর, সংস্কারে অনড় অটল মনোভাব নেওয়ার জন্য বুদ্ধদেববাবুর সরকারের অকৃপণ প্রশংসা করেছেন। ছাঁটাইমুখী সংস্কার কর্মচারীদের গেলানোর জন্য সি আই টি ইউ উদ্যোগী হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ও সরকারি ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা শ্রমিক কর্মচারীদেরকে ছাঁটাই মেনে নিতে বাধ্য করছে। শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভেদ তৈরি করে তারা ছাঁটাইমুখী সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে মেরে দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম যখন সংস্কারের মারণরথ টেনে নিয়ে চলেছে এবং কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের সংস্কার কর্মসূচিকে 'মানিনা-মানিনা' বলে মেনে নিচ্ছে, সেই সময় আবার কেরালায় সংস্কারের বিরুদ্ধে সিপিএম চীৎকার করছে। কারণ সেখানে তারা ক্ষমতায় নেই। সংস্কারের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে কেরালায় সিপিএম তা ব্যবহার করতে চাইছে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। আর যেখানে তারা ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে সংস্কার চালিয়ে তাদের মদতপুষ্ট হয়ে ক্ষমতা আটুট রাখতে চাইছে। গদি দখলের জন্য যেখানে-যেমন সেখানে-তেমন যে সুবিধাবাদী লাইন সিপিএম অনুসরণ করছে তা চূড়ান্ত নীতিহীন।

কেন্দ্রে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এক লক্ষ সরকারি চাকরির পদ অবলুপ্ত করার। কীভাবে এইসব পদ তুলে দেওয়া হবে তার একটি বিস্তারিত খতিয়ান সম্প্রতি অর্থমন্ত্রক তৈরি করেছে। যতটুকু সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, শুধু সাধারণ কর্মচারীদের উপরই নয়, অর্থমন্ত্রকের সুপারিশ অনুযায়ী, ভি আর এস বা ই আর এসের খড়্গ সরকারি আমলাদের উপরও ঝুলছে। এর পরেও কি বলা যায় এই সরকারের শাসন জনমুখী এবং দেশের বেকার যুবক শ্রমিক কর্মচারীর প্রতি এই সরকার দায়িত্বশীল? দেশের বেকার যুবক ও শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি যদি এই সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকতো তাহলে কর্মসঙ্কোচন না করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করত। সরকার সে পথে না হেঁটে একদিকে কর্মসঙ্কোচন করছে, অন্যদিকে পার্লামেন্টে কর্মসংস্থান বিল আনার ভণ্ডামি করছে, যেন একটা বিল পাশ করলেই কর্মসংস্থানের জোয়ার আসবে। বাস্তবে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই যে শিল্পের সংকট ও বেকার সমস্যার জন্য দায়ী এবং কর্মসংস্থানের জন্য আজ যথার্থই যে প্রয়োজন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ — সেটা আড়াল করতে ও বেকার যুবকদের চাকরির মরীচিকায় প্রলুব্ধ করতে এই কর্মসংস্থান বিল আনা হচ্ছে। এই কর্মসংস্থান বিল বেকার যুবকদের সামনে একটা নির্বাচনী খুড়োর কল।

সম্প্রতি সিআইআই-এর বৈঠকে বিজেপি নেতা এল কে আদবানী মনমোহন সিংহের সংস্কার কর্মসূচিকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। বিজেপি কোনকালে কংগ্রেসের সংস্কার কর্মসূচির বিরোধী ছিল না। তার ছ-বছরের শাসনে সেই সংস্কার কর্মসূচিই বিজেপি চালিয়ে গেছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিরোধী আসনে থেকে বিজেপি সংস্কারের বিরুদ্ধে কখনও কখনও বললেও এবার তারা সরাসরি সংস্কারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। সংস্কারের প্রশ্নে কংগ্রেস-সিপিএম-বিজেপি আজ এক পংক্তিতে। এই ত্রয়ী মেলবন্ধনে শিল্পপতিমহল খুশি। বিরোধী আসনে থেকেও সংস্কারের পক্ষে দাঁড়ানোয় শিল্পপতিমহল বলছে, এই হ'ল, দায়িত্বশীল রাজনীতি। অর্থাৎ, বুর্জোয়াদের প্রতি এই দলগুলি দায়িত্ববান। তাদের ঝাণ্ডার রং, বক্তব্যের পার্থক্য যাই থাকুক মূলগতভাবে এরা বুর্জোয়াদের স্বার্থেই কাজ করছে। এদের মধ্যে কে বুর্জোয়াদের বেশি আস্থাভাজন হয়ে মদত পেয়ে ক্ষমতাসীন হতে পারবে তা নিয়েই যতটুকু দ্বন্দ্ব। এদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে না এলে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি নেই।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় দফায় সংস্কার কর্মসূচিতে প্রথমেই খড়্গ নেমে আসতে চলেছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও পাঁচটি পরিবহণ সংস্থার উপর। এই ছয়টি সংস্থাতেই মোট কর্মীসংখ্যা ৪১ হাজার। বাকি ২৩টি সংস্থায় মোট কর্মীসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এই তালিকায় রয়েছে কল্যাণী ও ওয়েস্ট দিনাজপুর স্পিনিং মিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ স্পিনিং মিল, হ্যান্ডলুম উইভার্স কোঅপারেটিভ, মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ওয়েবেল ইনফরমেটিক্স লিমিটেড, ডেয়ারি অ্যান্ড পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ইনফিউশনস লিমিটেড, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রজেক্টস লিমিটেড, স্টেট ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড হর্টিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন, অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, এসেনসিয়াল কমোডিটিজ সাপ্লাই কর্পোরেশন, স্টেট মাইনর ইরিগেশন কর্পোরেশন, মাদার ডেয়ারিজ আন্ডার দি ডিরেক্টরেট অব ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতি। এই সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত হলে বিলগ্নিকরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। সরকারের হাতে আর দপ্তরই থাকবে না। কেন্দ্রের প্রাক্তন বিলগ্নিকরণ মন্ত্রী অরুণ শৌরি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মধ্যে তাঁর একজন সার্থক উত্তরসাধক দেখে হয়তো খুশিই হবেন। তাদের এই সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াই করা ছাড়া পথ কী? (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার, ১৯-৫-০৫, ২০-৫-০৫, ইকনমিক টাইমস, ২৪-৫-০৫)

চুক্তি অনুযায়ী মজুরির দাবিতে

বিড়ি শ্রমিকদের বিশাল মিছিল ভগবানগোলায়

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত লালবাগ সাবডিভিশনাল মজদুর ইউনিয়নের ভগবানগোলা শাখার উদ্যোগে গত ১৬ মে সহস্রাধিক বিড়ি শ্রমিক, যার ৯০ শতাংশ মহিলা, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জমায়েত হয়ে চুক্তি অনুযায়ী মজুরির দাবিতে ভগবানগোলা শহরে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়। লালবাগ সাবডিভিশনাল বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের কার্যকরী সম্পাদক শ্রমিকনেতা কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল, ইউনিয়নের সহ সম্পাদক কমরেড একরাম আলি ও ভগবানগোলা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক বাদশা আলম, আবুল কালাম ও সফিকুল ইসলাম প্রমুখ এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও মালিক পক্ষ অতীতেও মজুরি ফাঁকি দিয়েছে। তাই এই বিক্ষোভ মিছিল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপমাত্রা উপেক্ষা করে দাবি তুলেছে — 'বিড়ি শ্রমিকদের চুক্তির ভিত্তিতে মজুরি দিতে হবে', 'বিড়ি শ্রমিকদের জন্য ভ্রাম্যমান চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে', 'বিড়ি শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।' ভগবানগোলার মানুষ ইতিপূর্বে বিড়ি শ্রমিকদের এতবড় মিছিল দেখেনি। মিছিলের উত্তাপ সংগ্রামী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

মুর্শিদাবাদ

অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও'র উদ্যোগে যুব বিক্ষোভ

আবগারি দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪ সালে রাজ্যে বিলিতি মদ ৮৬ লক্ষ লিটার, বিয়ার ৭৫ লক্ষ লিটার এবং দেশি মদ ২ কোটি ৮৯ লক্ষ লিটার বিক্রি হয়েছিল ; ২০০৪-০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বিলিতি মদ ২ কোটি ৪৬ লক্ষ লিটার, বিয়ার ২ কোটি লিটার এবং দেশি মদ ৫ কোটি ৮ লক্ষ লিটার বিক্রি হয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ উৎসাহে মদ্যপানের অগ্রগতির এ এক ভয়াবহ চিত্র। রাজ্য সরকার একদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে অন্যদিকে হাজার হাজার মদের দোকানের লাইসেন্স দিচ্ছে। বেকার যুবকদের কাজ নেই। গ্রামীণ যুবকেরা কাজের আশায় চলে যাচ্ছে ভিন্ন রাজ্যে, ভিন দেশে। কেউ ফিরছে, কেউ ফিরছে না। জলঙ্গী থানার রওশননগর, টিকরবেড়িয়া, ফরিদপুর, সাহেবরামপুর গ্রামের যুবকদের কাজের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সামান্য খাদ্যের বিনিময়ে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করতে না পেরে অনেকে পালিয়ে এসেছে। এখনো ষোল জন ফেরেনি। জেলা জুড়ে চলছে নারীপাচার। বহরমপুর সহ জেলার সর্বত্র রঙিন মোড়কে ব্লু-ফিল্মের রমরমা। অন্যদিকে বন্যাভাঙন দুর্গত এলাকার মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রেক্ষাপটে মদের লাইসেন্স, অনলাইন লটারি, অশ্লীল ব্লু-ফিল্মের প্রতিবাদে এবং জেলায় শ্রম নির্ভর শিল্পস্থাপন, ভাঙন-দুর্গত এলাকায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু, সরকার ঘোষিত বছরে কমপক্ষে একশো দিনের কাজ প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৬ মে বহরমপুরে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও'র মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে যুব বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি নেওয়া হয়। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহ উপেক্ষা করে বহরমপুর টেক্সটাইল মোড় থেকে বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখায়। পরে বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও'র মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক সামশুল আলম, সহসভাপতি ইনফার আলি, শেখর সোনার, গোলাম অম্বিয়া, শেদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন, আমিন হোসেন, বাবলু সেখ এবং জেলা সভাপতি কৌশিক চ্যাটার্জী বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

নদীবাঁধ ভাঙন প্রতিরোধ সহ ১৫ দফা দাবিতে কাকদ্বীপ এস ডি ও অফিস অভিযান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা ব্লকের নদীবাঁধ স্থায়ীভাবে নির্মাণ, সাহারা চুক্তি বাতিল, স্বাস্থ্য-পরিষেবা-শিক্ষা-রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, পঞ্চায়েতী ট্যাক্স ও খাজনা-নারী নির্যাতন-মদজুয়ার প্রসার রোধ প্রভৃতি দাবিতে গত ১৩ মে প্রায় দু-হাজার মানুষ কাকদ্বীপ এস ডি ও এবং ইরিগেশন দপ্তর অভিযান করে। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেয় পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটি। বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে এস ডি ও দপ্তরে যায়। সেখানে কমিটির সভাপতি ফণিভূষণ গিরির নেতৃত্বে ৯ জনের এক প্রতিনিধি দল এস ডি ও'র কাছে দাবিপত্র পেশ করে। এস ডি ও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, নদীবাঁধ সমস্যার আশু সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং অন্যান্য দাবিগুলি পূরণে সাধ্যমত চেষ্টা চালানোর অঙ্গীকার করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাথরপ্রতিমা ব্লক এলাকার জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্লকের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে ২০০৪ সালে এই নাগরিক কমিটি গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ কয়েকমাসের লাগাতার আন্দোলনের ফলে ইতিমধ্যে ব্লকের ৩টি হাসপাতাল তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত হয়েছে, রামগঙ্গা-নুরপুর রুটে বাসের ভাড়া কমেছে, রামগঙ্গা-পোলের হাট বেহাল রাস্তার মেরামত হয়েছে, দিগম্বরপুর হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগ ও ১০টি বেড সহ অন্তর্বিভাগ চালু হয়েছে। আন্দোলনের এইসব সাফল্যের কারণে এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। তারই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তাঁরা ১৩ মে কাকদ্বীপ এস ডি ও অফিস অভিযান করেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

শিলিগুড়িতে ছাত্রহত্যা

দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ৬ জুন ছাত্রসমাবেশের ডাক দিল ডিএসও

এস এফ আই-এর হাতে খুন হল শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ডি এস ও সমর্থক সনু কুমার প্যাটেল। গত ২৫ মে স্কুল যখন পুরোদমে চলছিল সেইসময় একদল এস এফ আই কর্মী ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদের নামে প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢোকে এবং আরেক দল এস এফ আই কর্মী ক্লাস বয়কট করার জন্য ছাত্রদের হুকুম দিতে থাকে। ছাত্ররা সেই হুকুম মানতে অস্বীকার করায় হুকুমদারিতে অভ্যস্ত এস এফ আই ক্ষিপ্ত হয়ে টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। তাদের আক্রমণে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সনু। হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে সনুর মৃত্যুতে উত্তাল হয়ে ওঠে স্কুল চত্বর। ছাত্ররা তাদের প্রিয় সনুদার ঘাতকবাহিনীর কয়েকজনকে ঘিরে ফেলে। পুলিশ দ্রুত ছুটে এসে ছাত্রদের লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে নিরাপদে উক্ত এস এফ আই দুষ্কৃতীদের সরিয়ে নিয়ে যায়। সংবাদে প্রকাশ, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ৯ জন এস এফ আই কর্মীর নামে এফ আই আর করেছেন। এদিকে গোয়েবলসীয় কায়দায় এস এফ আই বলতে থাকে এ ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত নয়। ছাত্রদের সঙ্গে গোলমাল বাধল এস এফ আই কর্মীদের, আর তারই জেরে ছাত্রমৃত্যুর জন্য এস এফ আই দায়ী নয় — এসব যুক্তি সত্যকে মিথ্যা বানানোর গোয়েবলসীয় উত্তরসূরীদের পক্ষেই বলা সম্ভব।

শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলে পঞ্চমশ্রেণীতে ভর্তির সময় তিন হাজার টাকা ডোনেশন নেওয়া হচ্ছিল। এছাড়া ৭৫০ টাকা করে সেশন চার্জ আদায় করা হচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ ছিল চূড়ান্ত। গত ২০ মে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও এই বেআইনি ডোনেশন ও সেশন চার্জ প্রত্যাহারের দাবিতে প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিল এবং ধাপে ধাপে আন্দোলন গড়ে তুলছিল। এই আন্দোলনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে এবং আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করতে এস এফ আই-ও ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বলতে থাকে। কিন্তু যে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার চোখের ওপর ফি বৃদ্ধি ও ডোনেশন চলতে দিচ্ছে, শিক্ষাখাতে শিক্ষকদের বেতনের বাইরে অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনের জন্যও টাকা দিচ্ছে না এবং স্কুলগুলিকে চূড়ান্ত অভাবের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ডোনেশন নিতে ও ফি বাড়াতে বাধ্য করছে সেই সিপিএম সরকারের শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী নীতির দৃঢ় সমর্থক এস এফ আই। তারা ফিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে — একথা ছাত্ররা সঙ্গতকারণেই বিশ্বাস করতে পারেনি। ফলে এস এফ আই যখন ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্লাস বয়কটের ডাক দেয় ছাত্ররা তাতে সামিল না হয়ে তাদের স্কুল ছেড়ে চলে যেতে বলে। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর হামলা চালায় এবং তাতেই খুন হয় সনু।

সনু কুমার প্যাটেল শিলিগুড়ির বাঙ্গিপাড়ায় মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত। বাবা লক্ষ্মণ প্যাটেল সামান্য দুধের ব্যবসায়ী। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসাবে সে-ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতো ফি বৃদ্ধি ও ডোনেশনের যন্ত্রণা। সনুর সঙ্গে ডি এস ও'র পরিচয় হয় মাধ্যমিকে হিন্দিতে প্রশ্নপত্রের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। বামফ্রন্ট সরকার মাধ্যমিকে ও উচ্চমাধ্যমিকে হিন্দিতে প্রশ্নপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা না করায় যে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষায় সমস্যা হচ্ছে তার প্রতিকারের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সনু ডি এস ও'র সান্নিধ্যে আসে। গত ২৮ ডিসেম্বর ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতায় সর্বভারতীয় সমাবেশে সনুও সামিল হয়ে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। বেঁচে থাকলে তার মধ্যে সম্ভাবনা ছিল উন্নত প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার। কিন্তু ঘাতকবাহিনী অকালেই কেড়ে নিল তার প্রাণ। ক্ষতি হয়ে গেল ছাত্র আন্দোলনের।

এই মর্মান্তিক হত্যার প্রতিবাদে পরদিন ২৬ মে ডি এস ও উত্তরবঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট ও সারা বাংলায় ধিক্কার দিবস পালন করে। কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট থেকে ডি এস ও ধিক্কার মিছিল করে এস এফ আই-এর দুষ্ট রাজনীতি প্রতিহত করার আহ্বান জানায়। ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদক নভেন্দু পাল বলেন, জীবন দিয়ে সনু প্রতিবাদকে মূর্ত করেছে, সনু আমাদের মধ্যে, আন্দোলনের মধ্যেই বেঁচে থাকবে। শিলিগুড়ির হাসমিচকে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন স্কুলের ছাত্ররা ও ডিএসও কর্মীরা। ডি এস ও দার্জিলিং জেলা কমিটি এদিন মিছিল ও পথসভা করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়।

এদিকে ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পরেও পুলিশ সমস্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করায় ডিএসও ২৭ মে শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে পথ অবরোধ করে। সনুর হত্যার সঙ্গে জড়িত এস এফ আই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আন্দোলনকে তীব্রতর করতে ছুটে যান রাজ্য সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল। ২৮ মে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের দাবি জানান। তিনি সনুর পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কমিটির সহ-সভানেত্রী কমরেড শোভা কার্জি, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস, সনুর সহপাঠী তারকেশ্বর প্রসাদ, সনুর দাদা সুনীল প্রমুখ। পরদিন ২৯ মে কমরেড নভেন্দু পাল, কমরেড শোভা কার্জি ও কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাসের সঙ্গে সনুর বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বাড়িতে যেতেই অসুস্থ মা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

সনু ছিল হিন্দিতে প্রশ্নপত্রের দাবিতে আন্দোলনের অন্যতম কর্মী। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার প্রিয় সংগঠন 'ছাত্র সংঘর্ষ কমিটি' ৩১ মে শোকসভা পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৪ জুন সেভ এডুকেশন কমিটির শিলিগুড়ি শাখা কনভেনশনের আয়োজন করেছে। ৬ জুন দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ডি এস ও শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ ছাত্র সমাবেশের ডাক দিয়েছে। এছাড়া রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

আমেরিকার মতলব

পাঁচের পাতার পর

এম এফ-এর চাপিয়ে দেওয়া শর্তগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি দেশ সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্ক তাকে ঋণ দেয় না। আই এম এফ-এর এইসব শর্তগুলি কী রকম? এগুলি হল, জাতীয় শিল্প ও পরিষেবাগুলিকে বহুজাতিক কোম্পানির কাছে বেচে দেওয়া; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পানীয় জলের মতো বুনিয়াদি বিষয়গুলিকে বেচাকেনার পণ্যে পরিণত করা; শ্রমিকদের প্রাপ্য সরকারি ভর্তুকি তুলে দেওয়া; দেশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশে রপ্তানি করার মতো আরও বহু দুঃসহ শর্ত। এই সব কারণেই এই মুহূর্তে পৃথিবীর বহু দেশে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রবল বিক্ষোভের মুখে।

ইরাক যুদ্ধ-আগ্রাসন-অত্যাচার, সাধারণ ইরাকি নাগরিকদের হত্যা, ফালুজা এবং ইরাকের অসংখ্য শহরের ধ্বংসসাধন সহ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাজ, আগ্রাসী চেহারার সঙ্গে উলফোইৎসের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পদে উলফোইৎসের মনোনয়ন আরও নানা নতুন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ইঙ্গিতবাহী। এর প্রতিরোধে বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের নতুন এক প্রতিরোধী আন্দোলনের জন্ম দেওয়া দরকার। একমাত্র সেই আন্দোলনের ঢেউয়েই শোষিত দেশগুলি এই সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাটিকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করে দিতে পারে।

জোনাল শ্রমিক সম্মেলন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র ১৯তম রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিতে কলকাতা জেলার অন্তর্গত সল্টলেক-উল্টাডাঙা জোনাল সম্মেলন ১৪ মে সল্টলেক উন্নয়ন ভবন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। মালিকশ্রেণীর তীব্র আক্রমণের মুখে সিটু, আইএনটিইউসি'র মতো ইউনিয়নগুলি যখন শ্রমিকদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তখন তারই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী আপসহীন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলছে। সম্মেলনে ১১টি ইউনিয়নের শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পতাকা উত্তোলন, শহীদবেদিতে মাল্যদান এবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সংগীত পরিবেশনের পর বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের সমস্যা, আন্দোলনের সাফল্য ও সংগঠনকে আরও ব্যাপক ও মজবুত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। এর পর কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড দীপক দেব বলেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনে যে সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই সম্মেলন অবশ্যই তার অভীষ্ট পূরণে সক্ষম হবে।

পরিশেষে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, শ্রমিক-কর্মচারীরা যদি দেহে মনে, রুচিসংস্কৃতিতে নিজেদের বদলাতে না পারেন, তাহলে তাঁরা বড়জোর দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে কিছু আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন, কিন্তু সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন না। আর সমাজের পরিবর্তন যদি ঘটানো না যায়, তাহলে আমরা বংশপরম্পরায় মজুরির দাসত্বই করে যাবো, শোষণমুক্তি ঘটবে না। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত। সম্মেলন থেকে কমরেড শ্যামল দত্তকে সম্পাদক ও কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্তকে সভাপতি করে ১৬ জনের একটি জোনাল কমিটি গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিক সংগীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

নলগোড়া এস ইউ সি আই অফিসে সিপিএমের নৃশংস হামলা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলির বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ৩০ মে এক বিবৃতিতে বলেন —

"আজ বেলা ১১টা নাগাদ কমল মন্ডল, বিমল মন্ডল, জয়ব্রত মন্ডল ও যাদব মন্ডলের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধী লাঠি ও রড নিয়ে অতর্কিতে নলগোড়া এস ইউ সি আই অফিসে আক্রমণ চালিয়ে ভাঙচুর করে। সেইসময় অফিসে উপস্থিত নলগোড়া ১নং লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড শংকর ভান্ডারী সহ বিপ্লব ভান্ডারী ও সুচিত্রা বৈদ্যকে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যায় নলগোড়া হাটের উপর। কমরেড শংকর ভান্ডারীকে সিপিএম অফিসে নিয়ে গিয়ে লোহার রড দিয়ে প্রচন্ড মারধোর করে। প্রসঙ্গতঃ, কয়েক বছর আগে সিপিএমের ঘাতকবাহিনী নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে কমরেড অশোক হালদার ও কমরেড মোসলেম মিস্ত্রিকে হত্যা করে এবং কমরেডস্ শংকর ভান্ডারী, সন্ধ্যা ভান্ডারী এবং আশা ভান্ডারীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারাত্মকভাবে জখম করে।

গুরুতর আহত অবস্থায় কমরেড শংকর ভান্ডারীকে নিমপীঠ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এস ডি পি ও-কে এবং কুলতলি থানায় জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।

২৪ মে সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে কলকাতায় নার্সদের বিক্ষোভ মিছিল

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in